প্রথম আলো

তারিখ ... 31 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৪ ...

হাইকোর্টের আদেশ

স্যার জন উইলসন স্কুল বর্ধিত ফি নিতে পারবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সাতারকুলে স্যার জন উইলসন স্কুলে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে সব ধরনের বর্ধিত টার্ম চার্জ, সেশন, টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি আদায় থেকে বিরত থাকতে অধ্যক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

একটি রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি এ কে এম সাহিদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সোমবার এই অন্তর্বর্তী আদেশ দেন।

একই সঙ্গে স্কুলটিকে কেন ২০০৭ সালের বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালার আওতায় আনতে নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন আদালত। শিক্ষাসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ, বোর্ড অব ট্রাস্টিসহ বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। রুল বিচারাধীন থাকা অবস্থায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত ফি আদায় থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি স্যার জন উইলসন স্কুলে অস্বাভাবিক হারে টিউশন ফি বাড়ানো হয়। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদনটি করেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের ৩৩ জন অভিভাবক। গতকাল আদালতে রিট আবেদনটির পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী অনীক আর হক। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অরবিন্দ কুমার রায়।

অনীক আর হক পরে সাংবাদিকদের বলেন, গত ২১ বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি কোনো পরিচালনা পর্ষদ ছাড়া চলছে। পরিচালনা পর্ষদ ভর্তি ও টিউশন ফি নির্ধারণ করে। অথচ প্রতিষ্ঠানটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে ইচ্ছামতো বিভিন্ন ফি নির্ধারণ ও আদায় করেছে, যা বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন নীতিমালার পরিপন্থী।

রিট আবেদনকারী অভিভাবকদের একজন *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর সন্তান ওই স্কুলের 'ও' লেভেলের ছাত্র। তার টিউশন ফি ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ১২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। ২০১২ সালে ওই স্কুলে ভর্তি হতে একজন শিক্ষার্থীকে ১ লাখ ২৭ হাজার ৭৮০ টাকা দিতে হতো। চার বছরের ব্যবধানে তা ১ লাখ ৯২ হাজার টাকা করা হয়েছে।